কুরআন হাদিসের আলোকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা

নামঃ নিলুফা আক্তার

২০১ ব্যাচ।

রোল নাম্বারঃ ২০১০২১০০

ফোন নাম্বারঃ +৮৮০১৯১২২৪৬৩৫৬

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ

الحمد

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ونستهديه و ؤمن به ونتوكل عليه و تعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون و جعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا و داعية إلى الله بإذنه و سراج منيرة ممن يطع الله و رسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوي.

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য হলঃ মানুষ এক আল্লাহর দাসত্ব করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সার্বিক জীবন একমাত্র অহীর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা তার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে মানব জাতীর জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগেযুগে নবী-রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার আনুগত্যশীল বান্দাদের সম্মানিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জান্নাত। আর অমান্যকারীদের লাঞ্চিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। মৃত্যুর পরেই মানুষের অবস্থান স্থল নির্ধারিত হবে। সৎকর্মশীল হলে জান্নাতে এবং অসৎকর্মশীল হলে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। জান্নাতের সূখ যেমন- মানুষের কল্পনার বাইরে। জাহান্নামের শাস্তিও তেমনি মানুষের কল্পনার বাইরে। নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাহান্নামের শাস্তির স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইন্‌শাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করে পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য ভাল-মন্দ দুটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভাল কাজের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত এবং মন্দ কাজের প্রতিদান স্বরূপ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আর এটি হল অহংকারী ও পাপীদের মর্মান্তিক আবাসস্থল। চূড়ান্ত দুঃখ, ধিক্কার ও অনুতাপস্থল। যুগ যুগ ধরে দগ্ধীভূত চূড়ান্ত দাহিকাশক্তি সম্পন্ন ভয়ংকর আগুনের লেলিহান বহ্নিশিখা এই জাহান্নামের স্বরূপ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে তুলে ধরা হল।

জাহান্নামের অস্তিত্বঃ

মহান আল্লাহ রাব্বল আলামীন তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য জান্নাত ও অমান্যকারীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন যা বর্তমানে বিদ্যমান এবং কখনই তা ধ্বংস হবে না। তিনি মানুষ ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করার পূর্বেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে মুতাযিলা ও কাদারিয়াগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করবেন।

জাহান্নামের বিদ্যমানতা সম্পর্কে কুরআন থেকে দলীলঃ

প্রথম দলীলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন। তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য সিরা আল-ইমরানঃ ১৩১]।

দ্বিতীয় দলীলঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

للطاغين مابا و إن جهم كانت مرصادا

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল্ব সূরা নাবাঃ ২১-২২)।

জাহান্নামের বিদ্যমানতা সম্পর্কে হাদীছ থেকে দলীলঃ প্রথম দলীল : হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أحدكم إذا مات غرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. (رواه البخاري)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখান হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখান হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তামার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‌োমাকে পুনরুত্থিত করা অবধি। দ্বিতীয় দলীল : অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لكي الراعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سب الوائب. رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমর ইবনু আমির ইবনে লুহাই খুআহ্‌কে তার বহির্গত নাড়িভুড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সায়্যিবাহ্ উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে। তৃতীয় দলীল : অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم... قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم

মৃত ব্যক্তির সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নাম তার আবাস স্থল) পেশ করা ।

رأينا ككت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجينة تناولت عقودا و أصبته لأكثم مثه ما بقيت الدنيا وأريت النار لم أر منظرا اليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفره قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداه الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমিতো জান্নাত দেখছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া কায়িম

থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর সে তোমার হতে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

চতুর্থ দলীলঃ অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء قال : أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهام حممها بالمكاره ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب

وعتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد». قال : « فلما خلق الله النار قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحقها بالشهوات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب وعتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ». رواه الترمذي و أبو داود و النسائي

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাইল (আঃ)-কে বললেন, যাও, জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে উহা এবং উহার অধিবাসীদের জন্য যেই সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা তৈরী করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই উহাতে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ, প্রবেশের আকাঙ্খা করবে)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জান্নাতের চারপার্শে কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন, অতঃপর পুনরায় জিবরাইল (আঃ)-কে বললেন, হে জিবরাইল! আবার যাও এবং পুনরায় জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে উহা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এখন যাকিছু দেখলাম, উহার প্রবেশপথ যে কষ্টকর। আমার আশংকা হচ্ছে যে, কোন একজনই উহাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, হে জিবরাইল!

যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি দেখে এসে বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই জাহান্নামের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও উহাতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ, এমন কাজ করবে, যাতে উহা হতে বেঁচে থাকতে পারে)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের চারপার্শে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করলেন এবং পুনরায় জিবরাইলকে বললেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার উহা দেখে আস। তিনি গেলেন এবং এবার দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! তাে মরা ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোকও উহাতে প্রবেশ ব্যতীত বাকী থাকবে না।

শায়খ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট দলীল নাই। বরং তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও বিশ্বজগৎ আমাদের আয়ত্তের বাইরে। আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান এই মতটিকেই ছহীহ মত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাশরের দিনের ভয়াবহ অবস্থা.হাদীছে এসেছে,

عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحش الكافر على وجهه قال أليس الذي أشاه على الجلين في الثيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتاده بلى وعيرة نا. رواه البخاري

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বললেন, কাফিরদেরকে হাশরের মাঠে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে উপস্থিত করা হবে) তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুখের ভরে কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠনো হবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা দুপায়ের উপর হাঁটান, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের ভরে হাঁটাতে পারবেন না? তখন কাতাদাহ (রাঃ) বললেন, আমাদের প্রতিপালকের ইযতের কসম! অবশ্যই পারবেন।চ অন্য হাদীছে এসেছে,

أن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

؟ قالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء خشون حُفاة ممراة ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك . رواه البخاري

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে শূন্য পা, উলঙ্গ দেহ এবং খাত্তা বিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন তাহলে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে তাকাবে।

জাহান্নামের সৃষ্টি সম্পর্কে বিরোধীদের যুক্তি ও তার জবাব যুক্তিঃ যদি বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন তা (জান্নাত ও জাহান্নাম) এবং তার অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী- ২ তাঁর (আল্লাহ) সত্ত্বা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংসশীল। সূরা কাছাছ: ৮৮। প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (সূরা আলে-ইমরান: ৮৫) সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যেহেতু ধ্বংস হবে, তাই পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হলে তা অনর্থক হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কোন কাজ করেন না। জবাব : আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করে তার ধ্বংস লিপিবদ্ধ করেছেন কিয়ামতের দিন সে সকল বস্তু অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে আল্লাহর আরশ যা জান্নাতের ছাদ হিসাবে থাকবে তাও ধ্বংস হবে না।'

জাহান্নামের অবস্থানঃ ওলামায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ঐক্যমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান, উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ যার

স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কিন্তু বর্তমান অবস্থান নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা পর্যালোচনা করলে তিনটি মত পাওয়া যায়। প্রথম মত: বর্তমানে জাহান্নাম মাটির নীচে অবস্থিত। দ্বিতীয় মত: বর্তমানে তা আসমানে অবস্থিত। তৃতীয় মত: জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আর এই মতটিই ছহীহ। কারণ, জাহান্নামের অবস্থান সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আর আমার নিকটে এমন কোন অকাট্য দলীল নাই যার উপর ভিত্তি করে জাহান্নামের অবস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! এরকম ইচ্ছে করার চেয়ে তখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়। (কাজেই কি করে একে অপরের দিকে তাকাবে)।

জাহান্নামের স্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করার জন্য জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর এবং স্তরভেদে তাপের তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন- তিনি মুনাফিকদের স্তর উল্লেখ করে বলেছেন,

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (সুরা নিসা: ১৪৫)।

। জান্নাতের ক্ষেত্রে (৩৬১) এবং জাহান্নমের ক্ষেত্রে (৩৬১) শব্দের ব্যাবহার হয়ে থাকে। তবে জাহান্নামের ক্ষেত্রেও (৩৬১১) শব্দের ব্যাবহার পরিলক্ষিত হয়।

যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী: প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে। (সুরা আনআম: ১৩২]

তিনি অন্যত্র বলেন,

فمن اتبع رضوان الله من باء بسخط من الله ومأواه جهم وبس المصير * هم درجات عند الله والله بصير بما يعممون

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সেকি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তারা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা (সুরা আলে-ইমরান: ১৬২-১৬৩)।

জাহান্নামের দরজা সমূহঃ

জাহান্নামের দরজা মৌট সাতটি যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

وإن كهم معهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান, উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে (সূরা হিজির: ৪৩-৪৪)।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন, জাহান্নামের প্রত্যেক দরজায় শয়তান ইবলীসের অনুসারীদের কিছু অংশের প্রবেশের কথা লিখা আছে, তারা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, পালানোর কোন পথ থাকবে না।১২ প্রত্যেক জাহান্নামী তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং তার নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

" أبواب جهنم سبعة، بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تمتلئ لها "

জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে যা পর্যায়ক্রমে একটি অপরটির উপর অবস্থিত, সর্বপ্রথম প্রথমটি, অতঃপর দ্বিতীয়টি, অতঃপর তৃতীয়টি পূর্ণ হবে, অনুরূপভাবে সবগুলো দরজাই পূর্ণ হবে। এখানে দরজা বলতে স্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর্থাৎ, জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে যা একটি অপরটির উপর অবস্থিত এবং তা পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হবে। যখন কাফিরদেরকে জাহান্নামের নিকটে নিয়ে আসা হবে তখন তার দরজা সমূহ খুলে দেয়া হবে, অতঃপর তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সেখানে প্রবেশ করবে।

الذين كفروا إلى جهنم مرا حتى إذا جاوا فتحت أبوابها وقال|

ل منخه يتلون عليكم آيات ربكم ويندروم لهم خيرها ألم يأتكم القاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত হবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকটে কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলাওয়াত করত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদের কে সতর্ক করত? তখন তারা বলবে অবশ্যই এসেছিল। বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে' (সূরা যুমারঃ ৭১)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে লক্ষ করে বলবেন,

الألوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল্ব (সুরা যুমারঃ ৭২)। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের পর তার দরজাসমূহ এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে যা হতে বের হওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة * عليهم تار مؤصدة

আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে' (সুরা বালাদঃ ১৯-২০]।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (-৬) অর্থাৎ অবরুদ্ধ দরজাসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

:..

ويل لكل همزة مرة * الذي جمع مالا وعده "يحسب أن الله أخلهك

في المحطمة وما أدراك ما المحطمة "نار الله الموق" التي تطل على كتب الأفئدة" إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة

. ممددة

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকদের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গননা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে, নিশ্চয়ই ইহা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে' (সুরা হুমাযাহ্: ১-৯]।

জাহান্নামের প্রহরী মহান আল্লাহ রাব্বল আলামীন নির্মমহৃদয়, কঠোরভাব ফেরেশতাগণকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেছেন যারা আল্লাহর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকে, কখনই তা অমান্য করে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمون

‐হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না।

আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তা পলনে। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই পালন করে্ব সুরা আত-তাহরীম: ৬)।

জাহান্নামের প্রহরীঃ

জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের সংখ্যা ৯ জন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

سأصليه سقر * وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لواحة للبشره عليها تسعة عشر

আমি তাদেরকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। ইহা গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী (সুরা মুদ্দাছছির: ২৬-৩০]।। আয়াতে উল্লেখিত সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। কারণ, তারা ধারণা করে যে, এই অল্প সংখ্যক ফেরেশতার

শক্তির সাথে বিপুল পরিমাণ জাহান্নামীদের বিজয়লাভ সম্ভব। কিন্তু তারা জানেনা যে, একজন ফেরেশতার শক্তি দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়েও বেশী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفوا ليستيقين الذين أوتوا الكتاب وتزداد الذين آمنوا إيمانا

আমি ফেরেশতাগণকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করেছি, কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে সূরা মুদ্দাছছির: ৩১]।

জাহান্নামের প্রশস্ততা ও গভীরতাঃ আল্লাহ রাব্বল আলামীন তার অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন যার প্রশস্ততা বিশাল এবং গভীরতা অনেক যার প্রমাণ নিম্নরূপ:

১- পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামীদের সংখ্যার আধিক্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর পরেও আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বিশাল আকৃতির দেহ দান করবেন। যেমনতাদের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দুরুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ, চামড়া হবে তিন দিনের পথ পরিমান মোটা, যা জাহান্নামীদের দেহ অবয়ব অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এতো বিশালাকৃতির হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তা পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের পা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলবেন:

يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরও কিছু আছে কি? সুরা ক্বাফ: ৩০]। এই উত্তর শুনে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ পাঁ জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

'অতএব এই দিন সেথায় তার কোন সহৃদ থাকবে না এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাবে না' (সরা হাক্কাহ: ৩৫-৩৭]।

২. তিনি আরো বলেন,

هذا فلو قوة حميم وساق * وآخر من شكله أزواج

'ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি সুরা ছাদ: ৫৭-৫৮)। আয়াতে বর্ণিত (৩৫) এবং (৬৫) একই অর্থ বহন করে। তা হলো, জাহান্নামীদের শরীর হতে গড়িয়ে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ। অথবা বলা হয়ে থাকে যেনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে দুর্গন্ধযুক্ত যা বের হয় তা।। জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে আল্লাহ তা'আলা আরও নির্ধারণ করেছেন গরম পানি। তিনি ইরশাদ করেন:

وقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم

'এবং যাদেরকে (জাহান্নামী) পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে' (সুরা মুহাম্মাদ: ১৫)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وإن يستغيثوا يقاوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت متفقا

'তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয় সিরা কাহফ: ২৯]।

তিনি অন্যত্র বলেন,

من ورائه كهم ويسقى من ماء صديد * يتجه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ

কিনারা দিয়ে তার ভিতরে নিক্ষেপ করা যায়, তবে ৭০ বছরেও সে তলা পাবেনা।

- জাহান্নাম এতো বিশাল যে, কিয়ামতের দিন তাকে টেনে আনতে বিপুল পরিমাণ ফেরেশতার প্রয়জন হবে।

৩.হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤتى بهم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجُرونها ». رواه مسلم

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে, যার ৭০ টি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে, তারা তা টেনে আনবে।

৪- কিয়ামতের দিন আল্লাহর দু'টি বিশাল সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যার প্রমাণে বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে:

عن الحسن قال حدنا أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال: " الشمس والقمر وان كان يوم القيامة " فقال الحسن: ما هما ؟ فقال : إنما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الحس . رواه البيهقي

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে দুটি পনিরের আকৃতি বানিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বাছরী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রাহ বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) হতে এ ব্যাপারে যাকিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুনে হাসান বাছরী নীরব হয়ে গেলেন।

هم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. متفق عليه

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামে অনবরত (জ্বিন-মানুষ) কে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পাঁ প্রবেশ করাবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

৫.- জাহান্নামের গভীরতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « تدرون ما هذا ». قال لنا الله ورسوله أعلم. قال « هذا حجر ژمى به في النار من سبعين خريفا فهو يهوى في الار الآن حتى انتهى إلى قعرها » . رواه مسلم

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি একটি শব্দ শুনলেন তখন বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? তখন আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি এক খন্ড পাথর যা জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে ৭০ বছর পূর্বে, এখন পর্যন্ত সে নিচের দিকে অবতরণ করছে জাহান্নামের তলা খুজে পাওয়া অবধি।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن حكرا مثل سبع خلقات ألقي من شفير جهم أهوى فيها سبعين عاما ، لا يبلغ قعرها.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি বড় পাথর খন্ডের দিকে ইশারা করে বলেন যে, যদি এই পাথরটি জাহান্নামের

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে,

জাহান্নামের বিশালত্ব অকল্পনীয়। কারণ এত বিশালাকৃতির হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পরেও যদি তার পেট পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিজের পাঁ প্রবেশ করানোর প্রয়জন হয়, তাহলে তা কত বিশাল হতে পারে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। আল্লাহ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন। আমীন!

জাহান্নামের জ্বালানীঃ

জাহান্নামের জ্বালানী মহান আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে পাথর এবং পাপিষ্ঠ কাফিরদেরকে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسه وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرو

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়জিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরসৃভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করেনা তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই কর্বে [সুরা আত-তাহরীমঃ ৬]

। অত্র আয়াতে মানুষ বলতে কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর পাথর বলতে কোন প্রকারের পাথর যা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে ব্যাবহার করবেন তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তবে বলা হয়ে থাকে, ইহা ঐ সমস্ত মুর্তি, কাফির-মুশরিকরা যাদের ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم لها وارون

'তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ কর্বে [সূরা আম্বিয়াঃ ৯৮

কিছু সংখ্যক সালাফে ছালেহীন বলেছেন, ইহা গন্ধক পাথর যা অগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এটা গন্ধক পাথর যা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে, যা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির সময় সৃষ্টি করে কাফিরদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ পাথর বলতে গন্ধক পাথরকে বুঝিয়েছেন যা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে এবং বলা হয়ে থাকে এই আগুনে পাঁচ প্রকার শাস্তি বিদ্যমান।

১- দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বলিতকরণ

। ২অতি দুর্গন্ধময়।

৩- অতিরিক্ত ধোঁয়া নিসৃতকরণ

৪- কঠিনভাবে শরীরের সাথে আগুনের সংযুক্তকরণ।

৫- তাপের প্রখরতা।

মানুষ আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে যে সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে মানুষ এবং পাথরের সাথে সে সকল মাবুদদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

* لو كان

كم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردُو هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون

'তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলিতে জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, তাদের সকলেই তাতে (জাহান্নামে) স্থায়ী হব্বে সুরা আম্বিয়াঃ ৯৮-৯৯)।

জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা এবং ধোঁয়ার আধিক্যঃ

জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা এবং ধোঁয়ার আধিক্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من

موم * " بارد ولا كريم

২১ “আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচন্ড কালা ো ধোয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়' (সূরা ওয়াকি'আহ: ৪১-৪৪]।

অত্র আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনের প্রচন্ড তাপ থেকে মানুষকে ঠান্ডা করবেন তিনটি বস্তু দ্বারা, তা হল:

১- পানি

২- বাতাস এবং

৩- ছায়া, যার সামান্যটুকুও জাহান্নামীদেরকে দেয়া হবে না। অতএব, জাহান্নামের বাতাস যা তার অধিবাসীদেরকে দেয়া হবে, তা প্রচন্ড গরম বাতাস। আর পানি যা পান করতে দেয়া হবে, তা প্রচন্ড গরম পানি। আর ছাঁয়া যা তাদেরকে আচ্ছাদন করে রাখবে, তা জাহান্নামের আগুন নিসৃত ধোয়ার ছায়া। এগুলো জাহান্নামীদের কোন উপকারে আসবে না, বরং এগুলো তাদের অধিক শাস্তির কারণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغني من اللهب * إها تمي بشرر كالقصر * كأنه جمالت صف

‘চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে, উহা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য, উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ্ব (সুরা মুরসালাত: ৩০-৩৩]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন নিসৃত ধোয়ার তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন,

১- ছায়া সদৃশ ধোয়া যা শীতল করে না।

২- এই ধোঁয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করতে পারে না।

৩- এই ধোঁয়া মুটা কালো উষ্টি সদৃশ।

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা উল্লেখ করে বলেন,

اصليه سقر * وما أدراك ما ق * لا بقي ولا تذر * لواحة للبشر

আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ, তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না, ইহা তাে গাত্রচর্ম দগ্ধ করব্বে (সূরা মুদ্দাছছির: ২৬-২৯]।

অতএব, জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের সবকিছু খেয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। তারা সেখানে না পারবে মরতে, না পারবে বাঁচতে ।

জাহান্নামীদের চামড়া-মাংস পুড়িয়ে হাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং পেটের ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলবে।

জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تارم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت

ها. (متفق عليه) الكافية قال فضلت عليه بتسعة وستين جزءا كه مثل

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরও উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে। আর জাহান্নামের আগুনের তাপ কখনো প্রশমিত হবেনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

فوقوا فلن زيد گم إلأ عذابا

ওঅতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করৱ্ব সূরা নাবা: ৩০]।।

তিনি অন্যত্র বলেন,

كلما خبت زدناهم سعيرا

‘যখনই উহা (জাহান্নামের আগুন) স্তিমিত হবে আমি তখনই তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব’ (সূরা বানী ইসরাঈল: ৯৭)।

যার কারণে জাহান্নামীরা কখনো সামান্যটুকু বিশ্রামের অবকাশ পাবে না এবং তাদের থেকে শাস্তির কিছুই কমানো হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون

‘সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’ (সুরা বাক্বারহা: ৮৬)।

ولو أصبته لأكلتم مثه ما بقيت الثيا وأريت النار لم أر منظرا اليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفره قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداه الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর সময় সূর্যগ্রহণ হল।.. .লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হতে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন, আমিতো জান্নাত দেখছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে। এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারও প্রতি সারা জীবন সদাচারণ কর, অতঃপর সে তোমার হতে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তাহলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল ব্যাবহার পেলাম না।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة

ت مني الجنه حتى لو اتجرأت عليها لجنتكم الكسوف... فقال : ق بقطاف من قطافها ودنت مئي النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ، ولا أرسلتها تأكل. رواه البخاري

জাহান্নামীদের দেহের আকৃতিঃ

জাহান্নামীদের দেহের আকৃতি আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেয়ার লক্ষে তাদেরকে বিশালাকৃতির দেহ দান করবেন। যেমন- তাদের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিনের পথ, এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান, চামড়া হবে তিন দিনের পথ সমতুল্য পোর বা মুটা।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المرع. رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) সূত্রে নবী (ছাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের দুকাধের মাঝের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণপথের সমান হবে।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ضرس الكافر أو اب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث ». رواه مسلم

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কাফিরের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং শরীরের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ মুটা।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ، وفخذه مثل البيضاء ، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة. رواه الترمذي

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফিরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়সম বড়, রান বা উরু হবে

. বাইযা পাহাড়সম বিশাল এবং তার নিতম্বদেশ হবে রাবাযার মত তিন দিনের চলার পথের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن محله م كهم كما بين مكة والمدينة » رواه الترمذي

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কাফিরের শরীরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মুটা, দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ।

জাহান্নামীদের খাদ্য-পানীয় এবং পোষাক-পরিচ্ছদঃ

জাহান্নামীদের খাদ্য-পানীয় এবং পোষাক-পরিচ্ছদ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাকুম এবং কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ। আর পানীয় হবে রক্ত-পুঁজ মিশ্রিত গরম দূর্গন্ধময় পানি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

لأ يسمن و غني من جوع

ليس لهم طعام إلا من ضريع

তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত ফল ব্যতীত, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না' (সূরা গাশিয়াঃ ৬-৭)।

আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, যা হিজায-এ পাওয়া যায়।

উল্লেখিত খাদ্য যা জাহান্নামীগণ ভক্ষণ করবে। কিন্তু এতে তারা কোন স্বাদ অনুভব করবে না এবং শারীরিক কোন উপকারে আসবে না। অতএব, এই খাদ্য তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ প্রদান করা হবে।

জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত যাকুম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن شكرت القوم " طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * علي الحميم

“নিশ্চয়ই যাকূম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য, গলিত তামার মত তাদের উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত” (সূরা দুখান: ৪৩-৪৬)।

আর যাকুম-এর আকৃতি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أذلك خير ا أم شجرة التموم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم " طلعها كائه ژوس الشياطين * فإنهم لأكون

إن لهم عليها لشوبا من حميم * ثم إن منها الون منها البطون * مرجعهم لآلى الجحيم

‘আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাকুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, ইহার মুচা যেন শয়তানের মাথা, তারা ইহা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ইহা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে’ (সুরা ছাফফাত: ৬২-৬৮)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تم إكم أيها الون المكذبون " لأكون من شكر من زقوم * فمالون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم " فشاربو شرب الهيم " هذا ژلهم يوم الدين

অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাকুম বৃক্ষ হতে এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, পরে তোমরা পান করবে উহার উপর গরম পানি, আর পান করবে পিপাষিত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন ইহাই হবে তাদের আপ্যায়ন (সুরা ওয়াকিয়াহ: ৫১-৫৬)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, যাকুম বৃক্ষ যা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তা অতীব নিকৃষ্ট, যা উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। আর উহার ফল দেখতে কুৎসিত যা আল্লাহ তাআলা শয়তানের মাথা সদৃশ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে প্রচন্ড ক্ষুধা প্রদান করবেন, আর এই ক্ষুধার্থ জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে

কাঁ টাযুক্ত বৃক্ষ যাকুম প্রদান করবেন। প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা এই যাকুম বৃক্ষ খাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের গলায় এমনভাবে আটকিয়ে যাবে যা নিচেও নামবে না বের হয়েও আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن لدينا أنكالا وجحيما * وطعاما ذا غصة وعذابا أليما

'আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকিয়ে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি (সুরা মুযযাম্মিলঃ ১২-১৩]।

এমতাবস্থায় জাহান্নামীরা আল্লাহর নিকটে পানি পানের আবেদন করবে। পান করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন গরম পানি দান করবেন, যা জাহান্নামীরা পিপাসিত উটের ন্যায় পান করবে। অতঃপর তাদের নাড়িভুড়ি এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমনভাবে গরম তেল ফুটতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم

'এবং যাদেরকে (জাহান্নামী) পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে' সুরা মুহাম্মাদ: ১৫)। অর্থাৎ যখন তারা তাদের জন্য নির্ধারিত ফুটন্ত পানি পান করবে তখন তাদের পেটের ভেতরের সবকিছুই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন! আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যে পানিয় , জাহান্নামীদের শরীর হতে গড়িয়ে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فليس له اليوم هاهنا حميم " و" طعام إلا من غسلين " لأ يأكله إلا الخاطئون

তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ, যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে সুরা ইবরাহীমঃ ১৬-১৭]। অতএব, উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, জাহান্নামীদের পানীয় হিসাবে আল্লাহ তাআলা চার প্রকারের বস্তু নির্ধারণ করেছেন।

যেমনঃ ১- অর্থাৎ গরম পানি যার উত্তপ্ততা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়

। আল্লাহ তা'আলা বলেন,, তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। [সুরা আর-রাহমানঃ ৪৪]

তিনি আরও বলেন, যে তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে। (সূরা গাশিয়াহঃ ৫]।

আয়াতে দ্বারা তাপের শেষ পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়।

২.। জাহান্নামীদের শরীর হতে গড়িয়ে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ। অথবা বলা হয়ে থাকে যেনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে দুর্গন্ধযুক্ত যা বের হয় তা।

৩. জাহান্নামীদের গোশত এবং চামড়া নিঃসৃত পুঁজ।

৪- গলিত তামা । আর পোষাক হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের জন্য আগুনের তৈরী পোষাক নির্ধারণ করেছেন।

যেমন- তিনি বলেছেন,

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق و سهم الحميم

'যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, আর তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি' (সূরা হাজ্জ: ১৯]।

তিনি আরো বলেন,

وترى المجرمين يومئذ قرنين في الأصفاد * سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار

‘সেই দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়, আর তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল্ (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৯-৫০]।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اللائحة إذا لم شب قبل موتها قام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من كرب » رواه مسلم

আবু মালেক আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (মৃতের জন্য) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পোষাক এবং দস্তার তৈরী বর্ম পরিয়ে উঠানো হবে।

জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টাঃ

জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর বিভিন্ন প্রকার অত্যন্ত ভয়ংকর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, যা থেকে জাহান্নামীরা জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هبا

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من اصرين

যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়-সূরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, এদের কোন সাহায্যকারী নাই ।   সুরা আল-ইমরানঃ ৯১]।

তিনি আরও বলেন,

جميعا ومثله معه ليفتوا به من إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض عذاب يوم القيامة ما قبل منهم ول عذاب أليم

'যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাদের তার সমস্তই থাকে এবং তার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।   (সুরা মায়িদাঃ ৩৬)।

হাদীছে এসেছে,

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤتى بأعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب... رواه مسلم

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদারসম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নেয়ামতের সুখ অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, , আল্লাহর কসম, হে পরওয়ারদেগার! (আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি)।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي . متفق عليه

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেনঃ যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ

তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমূদয়ের বিনিময়ে এই আযাব হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সহিত কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সহিত শরীক করেছ।

(ক)জাহান্নামীদের শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির তারতম্যঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দার উপর যুলুম করবেন না, বিধায় তিনি জাহান্নামকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন এবং স্তরভেদে আযাবের তারতম্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

"নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে" সুরা নিসা: ১৪৫]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে" সুরা মু'মিন: ৪৬)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون

যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধাদান করে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করে" (সুরা নাহল: ৮৮]।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ হতে প্রতীয়মাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের পাপ-এর কম-বেশীর কারণে জাহান্নামের শাস্তি কম-বেশী করবেন।

যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ,

عن سمرة بن جندب ، أه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن منهم من تأخده النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخده النار إلى ركبتيه ،

ته. رواه مسلم ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ، ومنهم من تأخذه الله

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কারও হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌঁছবে, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও গদান পর্যন্ত পৌঁছবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত জাহান্নামীর কথা উল্লেখ করেছেন।

হাদীছে এসেছে,

عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن

مرتان يغلي أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه منهما دماغه كما يغلي المحرك والقمقم. رواه البخاري

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু আযাব হবে,

যার দুপায়ের তলায় দুটি প্রজ্জ্বলিত আঙ্গার রাখা হবে। এতে তার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন- ডেক বা কলসী ফুটতে থাকে।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أهون أهل النار عذابا من له علان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلى المكل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وانه لأهوه عذابا ». رواه مسلم

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'খানা জুতা পরান হবে, এতে তার মগ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনভাবে তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন আযাব কেহ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

আর সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব।

এ মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عممه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في

ض اح من النار يبلغ كيه يغلي منه دماغه. رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু ত্বালিব সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত সম্ভবত তাঁর উপকারে আসবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে রাখা হবে যা পায়ের গিরা পর্যন্ত পৌঁছবে। তাতে তার মাথার মগ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

(খ) জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম দগ্ধকরণঃ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের তিন দিনের পথ সমপরিমাণ পোর বা মুটা চামড়াকে দুনিয়ার অগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তাপ সম্পন্য জাহান্নামের আগুন দ্বারা ভাজা-পোড়া করবেন। চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পুনরায় নতুন চামড়া তৈরী করে পোড়াবেন। এইভাবে অনবরত পোড়াতে থাকবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إن الذين كفروا بآياتنا سوف تصليهم تارا كما نضجت جلودهم بدلناهم

و غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا كيما

যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করবই, যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে।

আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়্ সূরা নিসাঃ ৫৬)।

(গ) মাথায় গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদানঃ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেও মাথার উপর এমন গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদান করবেন যার পরে অধিক গরম করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

و سهم الحميم *

الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق تنها به ما في بطونهم وللجلو

يصهر

'যারা কুফরী কওে তাদেও জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, আর তাদেও মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি, যা দ্বারা তাদে্র পেটে যা আছে তা এবং তাদেও চর্ম বিগলিত করা হব্বে।

সুরা হাজ্জঃ ১৯-২০)।

হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن الحميم ليصب على روسهم فنف الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما ف

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদেও মাথায় গরম পানি ঢালা হবে, এমনকি তা পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভিতওে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। পুনরায় তা পূর্বেও অবস্থায় ফিওে আসবে (পুনরায় উহা ঢালা হবে এমনিভাবে শাস্তিও প্রক্রিয়া চলতে থাকবে)।

(ঘ) মুখমণ্ডল দগ্ধকরণঃ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষকে একমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মুখমণ্ডলকে দান করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদা। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখমণ্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে তাঁর নাফরমানী

করবে তাদের মুখমণ্ডলের মর্যাদাকে ধুলায় ধুসরিত করে সর্বপ্রথম মুখমণ্ডলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ومن جاء بالسيئة فتخت وجوههم في النار هل تكون إلا ما كنتم تعملون

যে কেহ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। সরা নামলঃ ৯০]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

لو يعلم الذين كفروا حين لا يكون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون

'হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না' (সুরা আম্বিয়া: ৩৯]।

تلف وجوههم النار وهم فيها كالحون

অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায় (সুরা মু'মিনুনঃ ১০৪]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار

'তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল' [সূরা ইবরাহীম: ৫০]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

أؤمن يتقي بوجهه وء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين وقوا ما تم تكسبون

“যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মত যে নিরাপদ? সীমালংঘনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর' (সুরা যুমারঃ ২৪)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الولا

যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম! (সুরা আহযাবঃ ৬৬)।

জাহান্নামীদের মুখমণ্ডল মাটিতে রেখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের মুখমণ্ডল মাটিতে রেখে এবং পাঁ উপর দিকে উঠিয়ে তাদের গলায় বেড়ি ও শৃংখলিত করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

لذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به شلنا فسوف يعلمون * إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يحبون * في الحميم ثم في النار يسجون

যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমার রাসূলকে প্রেরণ করেছি তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখলিত থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে' (সুরা মু'মিনঃ ৭০-৭২)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

عميا وبكما وصما

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غميا كلما تنبت زدناهم سعيرا

“কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করে। আর তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম, যখনই উহা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দেব’ (সূরা বানী ইসরাইল: ৯৭]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إن المجرمين في ضلال وسعر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

‘অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে মুখের উপর ভর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সে দিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর’ সূরা ক্বামার: ৪৭-৪৮)।

হাদীছে এসেছে,

عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحش الكافر على وجهه قال أليس الذي أماه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة بلى وعرة رنا. رواه البخاري

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ বললেন, কাফিরদেরকে হাশরের মাঠে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে উপস্থিত করা হবে তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুখের ভরে কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠনো হবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা দ্বুপায়ের উপর হাঁটান, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের ভরে হাঁটাতে পারবেন না? তখন ক্বাতাদাহ (রাঃ) বললেন, আমাদের প্রতিপালকের ইযযতের কসম! অবশ্যই পারবেন।

জাহান্নামীদের কুৎসিত চেহারা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের এমন কালো কুৎসিত চেহারায় পরিণত করবেন, যেন তা অন্ধকার রাত্রি সমতুল্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

دت وجوهه

زه ولو د وخو

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفر ثم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما تم تكفون

'সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হবে, যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনায়নের পর কি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করত্বে (সুরা আল-ইমরান: ১০৬)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

والذين كسبوا السيئات كراء سيئة بمثلها ويرهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب الار هم فيها خالدون

যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ হতে তাদেরকে রক্ষা করার মত কেউ নাই, তাদের

জাহান্নামীরা আবদ্ধ থাকবে আগুনের বেষ্টনীতে কাফিরগণ যারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী, তাদের পাপ যেমন তাদেরকে বেষ্টন করে আছে, তেমনি জাহান্নামের আগুন তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরবে। সেখান থেকে তাদের পালানোর কোনই পথ থাকবে না।

যেমন- আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের কথার জবাবে বলেন,

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطئه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

'হাঁ, যারা পাপকার্য করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে' (সুরা বাক্বারাহ: ৮১)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

لهم من جهنم مها؛ ومن فوقهم غواش

'তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের ।'

সুরা আ'রাফ: ৪১)

জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের উপর এবং নীচ হতে আচ্ছাদন করবে।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول وقوا ما ثم تعملون

'সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছাদন করবে উপর এবং পায়ের নীচ হতে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর' (সুরা আনকাবুত: ৫৫)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

তাদের জন্য থাকবে তাদের উপর দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নীচের দিকেও আচ্ছাদন (সূরা যুমার: ১৬

অতএব জাহান্নামীগণ তাদের চতুর্দিক হতে আগুন দ্বারা বেষ্টিত থাকবে।

যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন,

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

'জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করে আছে' (সুরা তাওবা: ৪৯)।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إلا أعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا ياثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت متفقا

'আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয় (সুরা কাহফ: ২৯)।

জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌছে যাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামীগণ দেহ অবয়বে বিশালাকৃতির অধিকারী হবে। এই বিশালাকৃতির দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত আগুন পৌছে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اصليه سقر * وما أدراك ما ق * لا بقي ولا تذر * لواحة للبشر

'আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ, তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে' (সূরা মুদ্দাছছির: ২৬-২৯]।

حطمة

في المحطمة * وما أدراك ما الطمه * تاڙ الله الموقدة * التي ك ليب تطلع على الأفئدة

কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, তুমি কি জান, হুতাম কি? ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করব্বে সুরা হুমাযাহ: ।

অতএব, আগুন জাহান্নামীদের হাড্ডি, মাংস, মস্তিষ্ক সব খেয়ে ফেলবে, তবুও তারা মৃত্যুবরণ করবে না। যখনই আগুন দেহের সবকিছু খেয়ে ফেলবে তখনই পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এইভাবে অনবরত শাস্তি চলতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের তা থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

জাহান্নামীরা তাদের নাড়িভুড়ির চারপাশে গাধার ন্যায় ঘুরতে থাকবে জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের পেট হতে নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে।

আর তারা তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপার্শ্বে গাধার ন্যায় ঘুরতে থাকবে, যেমন- গাধা চাকা ঘুরিয়ে গম পিষে থাকে ।

হাদীছে এসেছে,

عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:... يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في الار فور كما يدور الحمار برحاه

مع أهل النار عليه قولون أي فلا ما شأنك أليس ممت أما بالمعروف وتنهى ، عن المنكر قال : كنت آمركم بالمعروف ، ولا آتيه وأنهاكم ، عن المنكر وآتيه. رواه البخاري

উসামাহ ইবনে যাইদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন- গাধা তার চাকা নিয়ে তার

চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। আর যারা জাহান্নামের মধ্যে তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে তাদের মধ্যে একজন হল আমর ইবনু লুহাই, যে সর্বপ্রথম আরবে দ্বীনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

এ সম্পর্কে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجُ قصبه في النار ، وكان أول من سيب السوائب. رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমর ইবনু আমির ইবনে লুহাই খুযআহ্কে তার বহির্গত নাড়িভুড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে সায়্যিবাহ্ উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।

জাহান্নামীদেরকে গলায় লোহার শিকল দিয়ে আগুনের মধ্যে বেঁধে রাখা হবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদেরকে তাদের গলায় লোহার শিকল দিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখবেন, যেখান থেকে তারা পালাতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا

আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি [সূরা দাহার: ৪]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ة وعذابا أليما

إن لدينا أنكالا وجحيما * وطعاما ا

আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকিয়ে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি সুরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩]।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجرون إلا ما كانوا يعملون

'আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে' (সূরা সাবা: ৩৩]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون

'যখন তাদের (জাহান্নামীদের) গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, আর উহাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে' (সুরা মু'মিন: ৭১)। যেমনপশুকে বেঁধে রাখা হয়। আর জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন লোহার আকড়শি। জাহান্নামের কঠিন যন্ত্রণাকাতর হয়ে যখন জাহান্নামীগণ তা হতে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখন এই আকড়শি গুলো তাদেরকে টেনে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করবে ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

।

ولهم مقامع من حديد * لما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيها ووقوا عذاب الحريق

ও এবং উহাদের জন্য থাকবে লোহার মুদগর। যখনই উহারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে উহাতে, আর তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা' (সুরা হজ্জ: ২১২২]।।

জাহান্নামীরা এবং তাদের মা'বুদরা একত্রে জাহান্নামে অবস্থান করবে কাফির-মুশরিকগণ আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যেই মাবুদদের সম্মান করে, তাদের ইবাদত করে এবং তাদের পথেই নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দেয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং তাদের ইবাদতকারীদেরক এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্চিত করবেন এবং তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করবেন। তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা দুনিয়াতে ছিল পথভ্রষ্ট এবং তারা এমন কিছুর ইবাদত করত যারা কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أم لها واردُو * لو كان هؤلاء آلهة ما ودوها وكل فيها خالدون

'তোমরা এবং আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করবে, যদি উহারা ইলাহ হতো তাহলে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, তাদের সকলেই উহাতে স্থায়ী হবে' (সুরা আম্বিয়াঃ ৯৮-৯৯)।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেছেন, কাফিরগণ যখন আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে, আর বিশ্বাস করে তারা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফির এবং তাদের মা'বুদগণকে এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্চিত করবেন। আর তারা যাদের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে তারা পরস্পরে জাহান্নামের শাস্তির সঙ্গী হয়ে তীব্র ব্যাথা অনুভব করবে এবং আফসোস করতে থাকবে।

আর এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন চন্দ্র এবং সূর্য-এর ইবাদতকারীদের ভৎর্সনা করার জন্য এতদ্ব উভয়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হাদীছে এসেছে,

عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال: " الشمس والقمر وان كان يوم القيامة " فقال الحسن: ما هما ؟ فقال : إنما أحدثك عن رشول الله صلى الله عليه وسلم فسكت الحسن . رواه البيهقي

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে দুটি পনিরের আকৃতি বানিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বাছরী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রাহ বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) হতে এ ব্যাপারে যাকিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম, এই কথা শুনে হাসান বাছরী নীরব হয়ে গেলেন। অতএব, জাহান্নামীদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন শয়তানগণ অর্থাৎ তারা যাদের ইবাদত করত তাদের সাথে এক সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين * وإهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون * حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بغد المشرقين قبس القرين * ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اممم في العذاب مشتر كو

‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়জিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে। আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে, তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক' (সুরা যুখরুফ: ৩৬-৩৯)।

জাহান্নামীদের অপমান, আফসোস এবং নিজেদের ধ্বংস কামনা যখন জাহান্নামের অধিবাসীগণ তাদের অবস্থানস্থল অবলোকন করবে তখন তারা কঠিনভাবে লজ্জিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

এবং তারা লজ্জা গোঁপন করবে, যখন তারা আযাব দেখবে এবং তাদের মাঝে ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করা হবে এবং তাদের যুলম করা হবে না' (সূরা ইউনুস: ৫৪)।

আর যখন তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে অর্পন করা হবে এবং তারা তাদের কুফরী ও শিরকের পাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ দেখবে, তখন তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

عيرا

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى

'আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনের দিকে দেয়া হবে, সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে' [সুরা ইনশিকাক: ১০-১২]।।

আর যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা পুনরায় নিজেদের ধ্বংস অহবান করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ممقنين دعوا هنالك ثبورا * لا تدعوا اليوم بورا واحدا وادعوا بورا كثيرا

আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজেদের ধ্বংসকে আহবান করবে। একবার ধ্বংসকে ডেকো না। আর অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো' সিরা ফুরকান: ১৩১৪]।

যখন জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ধরবে তখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় এসে সৎ আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে

। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وهم يصطر خون فيها ربنا أخرجا تعمل صالحا غير الذي كا تعمل أوم عمركم ما ذكر فيه من تگ وجاءكم الذي فوقوا فما للظالمين من

আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে

পারত? আর তোমাদের নিকট তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (সুরা ফাতির: ৩৭)।

সেই দিন জাহান্নামীগণ তাদের ভ্রষ্টতা, কুফরী এবং জ্ঞান শুন্যতার কথা জানতে পারবে

। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وقالوا لو كا نسمع أو نعقل ما مما في أصحاب السعير

ও আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জলন্ত অগ্নির অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না (সুরা মুলক: ১০]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى لخروج من سبيل

তারা বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দুবার জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি? সিরা মু'মিন: ১১)।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তাদের সমুচীত জবাব দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قالوا ربنا غلبت علينا شقونا وا قوما ضالين * ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال اخوا فيها ولا كلمون

তারা বলবে, হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট। হে আমাদের রব, এ থেকে আমাদেরকে বের করে দিন, তারপর যদি আমরা ফিরে যাই তবে অবশ্যই আমরা হব যালিম।

আল্লাহ বলবেন, "তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক, আর আমার সাথে কথা বল না' (সূরা মু'মিনুন: ১০৬-১০৮]।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের উপর তার ওয়াদা সম্পূর্ণ করবেন, এক্ষেত্রে তাদের ফরিয়াদ কোন কাজে আসবে না এবং তাদের পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون اكسو فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون * ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن

حق القول مني لأملان جهم من الجنة والناس أجمعين * فوقوا بما نسيم القاء يومكم هذا إا نسيناكم ووقوا عذاب الجلد بما ثم تعود

আর যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে। (বলবে) হে আমাদের রব, আমরা দেখেছি ও শুনেছি, কাজেই আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব । নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। কাজেই তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে যে ভুলে গিয়েছিলে, তার স্বাদ তোমরা আস্বাদন কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি, আর তোমরা যা করতে, তার জন্য তোমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ কর' (সুরা সাজদাহ: ১২-১৪]।

জাহান্নামীগণ তাদের আবেদনে নিরাশ হয়ে জাহান্নামের প্রহরীগণের নিকট আসবে এবং কিছুটা হলেও শাস্তি কমানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করার আবেদন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وقال الذين في النار لخنة جهنم ادعوا ربكم يقف عنا يوما من العذاب

كم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما عاء * قالوا أو تك تأتيكم الكافرين إلا في ضلال

আর যারা জাহান্নামে থাকবে তারা জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে বলবে, 'তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন। তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই। দারোয়ানরা বলবে, তবে তোমরাই দু'আ কর।

আর কাফিরদের দো'আ কেবল নিষ্ফলই হয় (সুরা মু'মিন: ৪৯-৫০)।

অবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন!' সে বলবে, "নিশ্চয়ই তোমরা অবস্থানকারী হবে" (সূরা যুখরুফ: ৭৭]।

অতএব, জাহান্নামীদের সকল আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ থাকবে না, এমনকি শাস্তি হতে সামান্যটুকুও কমানো হবে না এবং তাদেরকে ধ্বংসও করা হবে না। বরং। তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী হবে।

আর তাদেরকে বলা হবে,

فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ما جزون ما كنتم تعملون

"তোমরা ধৈর্য ধারণ কর বা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেয়া হচ্ছে" (সুরা তুর: ১৬)।

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কোন চেষ্টাই কাজে আসবে না তখন তারা এমনভাবে কাঁদতে থাকবে যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে পানির পরিবর্তে চোখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকবে।

হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن قيس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن أهل النار لينگون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لكرت ، وإنهم ليكون الدم يعني مكان الدمع.

আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসীগণ এমনভাবে কাঁদতে থাকবে যে তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালালে তা চলবে এবং তারা রক্ত কান্না করবে, অর্থাৎ চোখের পানির স্থানে রক্ত বের হবে

। অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرسل البكاء على أهل النار ، فيبون حتى ينقطع الدموع ، ثم يكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود ، لو أرسلت فيه الش لكرت.

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের উপর কান্না প্রেরণ করা হবে। তারা অনবরত কাঁদতে থাকবে, এমনকি চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর তারা রক্ত কান্না করতে থাকবে।

হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن قيس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن أهل النار لينگون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لكرت ، وإنهم ليكون الدم يعني مكان الدمع.

আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসীগণ এমনভাবে কাঁদতে থাকবে যে তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালালে তা চলবে এবং তারা রক্ত কান্না করবে, অর্থাৎ চোখের পানির স্থানে রক্ত বের হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

* يوم قلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرشو وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট

করেছিল। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশী করে লা'নত করুন্ন [সুরা আহযাব: ৬৬-৬৮]।

জাহান্নামের অধিবাসীদের সংখ্যা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন, ইসলামকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামকে স্বীকার করে তারাও শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন তরিকা ও মাযহাবের বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আক্বীদাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাতীলদের আক্বীদাহ গ্রহণ করেছে। সুতরাং প্রকৃত মুসলিমের সংখ্যা অতিব নগন্য। যার কারণে জান্নাতীদের তুলনায় জাহান্নামীদের সংখ্যা অনেক বেশী।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

له فاتبعوه إلآ فريقا من المؤمنين

ولقد صدق عليهم إبليس

'আর নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল্ল (সুরা সাবা: ২০]।

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে বলেন,

الأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين

'তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব' (সুরা ছাদ: ৮৫)।

অতএব, প্রত্যেক কাফিরই জাহান্নামের আধিবাসী। আর আদম সন্তানের অধিকাংশই কাফির। যেমন- অনেক নবী-রাসূলগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কারও অনুসারী ছিল ১০ জনের কম, আবার কারও দুই অথবা একজন, এমনকি কারও কোন অনুসারীই ছিল না।

যেমন- হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت على الأممم جعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والبي معه الرهط والبي ليس معه أحد.... رواه البخاري.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার সামনে (পূর্বর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যার সাথে আছে দুজন লোক। অন্য একজন নবী দেখলাম, তার সাথে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سرى ما هم بسترى

ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أنا الرجل ولكن عذاب الله شديد فاش قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ، ثم قال – والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وباه قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكووا شطر أهل الجنة إن منكم في الأمم كمثل

الشعرة البيضاء في جلد النمر الأسود ، أو القمة في ذراع الحمار . رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আদমকে ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদের (নিক্ষেপ করার জন্য) বের কর। আদম (আঃ) বলবেন, কী পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ্ব নিরানব্বই জন। আর এটা ঘটবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহতায়) শিশু বুড়িয়ে যাবে। (আয়াত): আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন (যার কারণে তাদের ঐ অবস্থা ঘটবে)- (সূরা হাজ্জ: ২)।

এ ব্যাপারটি সাহাবাগণের নিকট বড় কঠিন মনে হল। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে থেকে (মুক্তি প্রাপ্ত) সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াজুয ও মাজুয থেকে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন। এরপর তিনি বললেন, সপথ ঐ সত্তার, যার করতলে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার্ব বলে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, সপথ ঐ সত্তার, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আশা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। অন্য সব উম্মাতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার একটি সাদা চুলের মত অথবা সাদা দাগ, ।

(অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عمران بن حصين ، قال : ا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير ، تفاوت بين أصحابه في السير ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلة الساعة شيء عظيم يوم تروها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ب ارى ولكن عذاب الله شديد , فلما

مع بذلك أصحابه عرفوا أنه قو يقوله ، فقال : هل تدرون أي يوم اممم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذلك يوم ينادي الله فيه : يا آده ابعث بعث النار ، فيقول : يا رب ، وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسمم مائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الممة , بلس القوم حتى ما أوضحوا بضاحكة ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسم الذي بأصحابه , قال : امممموا وأبشروا ، فالذي نفس محمد بيده إنكم مع خليقين ما كانتا مع شيء إلا كثراه : يأجوج ومأجوج ، ومن مات من بني آدم وبني إبليس , قال : ف ي عين القوم بعض الذي يجدون ، فقال : اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في كتب البعير ، أو كالقمة في ذراع الدابة. رواه النسائي

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তাঁর সাহাবীগণ দ্রুতগতিতে চলছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উচ্চস্বরে আয়াত দুটি পাঠ করেন।

তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং

প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন)। সূরা হাজ্জ ১-২)

সাহাবীদের কানে এ শব্দ পৌঁছা মাত্রই তারা সবাই তাঁদের সওয়ারীগুলি নিয়ে তাঁর চতুষ্পর্শ্বে একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তিনি আরও কিছু বলবেন। তিনি বললেন, এটা কোন দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐ দিন যেই দিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে বলবেন, হে আদম! জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মধ্য হতে কতজনকে বের করব? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামের জন্য এবং একজনকে জান্নাতের জন্য। এটা শুনা মাত্রই সাহাবীদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাঁরা নীরব হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁদেরকে বললেন, দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ও না, বরং আনন্দিত হও ও আমল করতে থাক। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দ্বুটি মাখলুক রয়েছে, এ দ্বুটি মাখলুক যাদের সাথেই থাকে তাদের বৃদ্ধি করে দেয়। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুয, আর বাণী আদম ও ইবলীস সন্তান নিদের মধ্যে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)। একথা শুনে সাহাবীদের ভীতি বিহবলতা কমে আসে। তখন আবার তিনি বলেন, আমল করতে থাক এবং সুসংবাদ শোন। যার করতলে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন, যেমনউটের পার্শ্বদেশের বা জন্তুর হাতের (সামনের পায়ের দাগ)।

" অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أو من يدعي يوم

ه قيقا هذا أبوم آدم فيقول لبيك وسعديك

د القيامة آدم فتتراءى يقول أخرج بعث هم من بيتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ ما من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى ما قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি তোমাদের পিতা আদম (আঃ), তখন তারা বলবে আমরা তোমার খিদমাতে হাযির! এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কী পরিমাণ বের করব? আল্লাহ বলবেন, প্রতি একশ হতে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি একশ থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর আমাদের কে বাকী থাকবে? তিনি (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মত।

জাহান্নামীদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ জাহান্নামীদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ এই নয় যে, তাদের নিকট হক্ব পৌছেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিদেরকে পাকড়াও করবেন না যাদের নিকট হক্ক পৌছেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وما كنا معذبين حتى بعث روا|

'আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই। সুরা ইসরাঃ ১৫)

। অতএব, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি উম্মাতের নিকট সতর্ককারী হিসাবে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যাতে কেউ এই অভিযোগ করতে না পারে যে, তাদের নিকট আল্লাহর বিধান পৌঁছেনি।

যেমন- তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير

'আর এমন কোন জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসেনি (সূরা ফাতির: ২৪]

। উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দার নিকট অহীর বিধান পৌছে দিয়েছেন এবং তাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং বেশীর অংশ মানুষ জাহান্নামী হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তাআলার বিধান এবং

তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের দাওয়াতকে অমান্য করা। আর যারা আল্লাহর বিধান ও তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের দাওয়াতকে মান্য করেছে বটে কিন্তু খালেছ ঈমানদার হতে পারেনি। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান পালনের পাশাপাশি তাঁর সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করেছে। উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, আদম সন্তানের অধিকাংশই জাহান্নামী। আর এটাও প্রমাণ করে যে, রাসূলগণের অনুসারীগণের সংখ্যা অতীব নগন্য।

আর রাসূলগণের অনুসারী নয় এমন সকল ব্যক্তিই জাহান্নামী। তবে যাদের নিকট সঠিক দাওয়াত পৌঁছেনি তারা ব্যতীত। পক্ষান্তরে রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই বাতিল দ্বীন এবং বিকৃত কিতাবের অনুসরণ করে। এরাও জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ومن يكفر به من الأحزاب الا موعده

'আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত আবাস' (সূরা হুদ: ১৭]। পক্ষান্তরে যারা কিতাব, সুন্নাহ এবং সঠিক দ্বীনে বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে অনেকেই জাহান্নামের অধিবাসী।

জাহান্নামীদের শ্রেণী বিন্নাসঃ

যারা জাহান্নামী হবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শ্রেণী এখানে উল্লেখিত হল:

১- মুনাফিকগণ: যাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

'মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে' সুরা নিসা: ১৪৫]।

২- মুশরিকগণ: যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إنه من يشرك بالله فقد تمم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار

নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (সূরা মায়েদাহ: ৭২)।

৩- বিদ্বআতীগণ: যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মারফত প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার বিধানকে উপেক্ষা করে নিজেদের মস্তিস্ক প্রসূত কাজকে ভাল কাজের দোহায় দিয়ে ইবাদাত হিসাবে চালু করেছে।

হাদীছে এসেছে,

عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النمل بالعل ، حتى إن كان منهم من أتي أه علانية كان في أمتي من صنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه أصحابي. رواه الترمذي.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমন কি, যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেহ থেকে থাকে যে নিজের মায়ের সহিত প্রকাশ্যে কুকাজ করেছিল, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও সে লোক হবে, যে এরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল (আক্বীদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে, আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (ছাঃ) সেটি কোন দল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে।

৪- প্রবৃত্তির অনুসারী: প্রবৃত্তির ভালবাসা যা মানুষের অন্তরে গভীরভাবে ধারণ করে আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل التمومة وأعام والحرث ذلك ما الحياة الدنيا

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যগসামগ্রী (সূরা আল-ইমরান: ১৪)।

জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই নারী, মানব জাতীর বেশীর অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই হবে নারী।

অন্য হাদীছে এসেছে,

مول الله صلى الله عليه وسلم في عن أبي سعيد الخدري قال خرج أضحى ، أو فطر - إلى المصلى قمر على النساء فقال يا معشر النساء

أكثر أهل البار فقل وبم يا شول الله قال كن تصدق إني أري

-

اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الكل

قل وما نقصان دينا وقلنا يا رسول الله قال أليس الحازم من إحدا شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلت بلى قال فذلك من قصان عقلها أليس إذا حاضت

لم تصل ولم تضم قل بلى قال فذلك من نقصان دينها . رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা ছাদক্বাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তারা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা

উত্তর দিলেন হাঁ। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে। তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি ছালাত ও ছিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললেন হা। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن أقل ساكني الجنة النساء ». رواه مسلم.

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় কম হবে মহিলাগণ।

অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কম বলে জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশী বুঝিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই জাহান্নামের শাস্তি হতে হেফাযত করুন। আমীন!

জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণের মধ্যে যারা তার সাথে বড় শিরকে লিপ্ত হয় এবং কুফরী করে তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। কখনই তারা জাহান্নামের শাস্তি হতে সামান্যতম অবকাশ পাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী' (সূরা আরাফঃ ৩৬)।।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون

'যদি তারা ইলাহ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। আর তারা সবাই তাতে স্থায়ী হয়ে থাকবে' (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৯)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون

‘নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে; সূরা যুখরুফ: ৭৪]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

والذين كفروا لهم نار كهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من

আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফায়ছালা দেয়া হবে না যে তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না' (সূরা ফাতির: ৩৬)। তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أمممعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

“নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লানত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না' (সূরা বাকারাহ: ১৬১-১৬২]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم

তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরাোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহা লাঞ্ছনা’ (সূরা তাওবা: ৬৩]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ما كان للمشركين أن يعمموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون

মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করবে, নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া অবস্থায়। এদেরই আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে এবং আগুনেই তারা স্থায়ী হবে' (সূরা তাওবা: ১৭]।

অতএব, কাফির-মুশরিকগণ জাহান্নামের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং জাহান্নামের আযাব তাদের উপর স্থায়ী হবে যা কখনও অবকাশ দিবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

'তারা চাইবে আগুন থেকে বের হতে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব' (সূরা মায়েদাহ: ৩৭)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ثم قيل للذين ظلموا وقوا عذاب الخلد هل تكون إلا بما تم تكسبون

'এরপর যারা যুলম করেছে তাদের বলা হবে, স্থায়ী আযাব আস্বাদন কর। তোমরা যা অর্জন করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে' (সূরা ইউনুস: ৫২]।

হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا

ن

بينهم يا أهل النار دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ثم يقوم م لا موت ويا أهل الكة لا تموت لود.

رواه البخاري

ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী (ছাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামীরা! এখানে মৃত্যু নেই। আর হে জান্নাতবাসীরা! এখানে মৃত্যু নেই। এ জীবন চিরন্তন।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الجنة خُلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خُلود " موت. رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে, এ জীবন চিরন্তন, মৃত্যু নেই। আর জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ জীবন চিরন্তন মৃত্যু নেই।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن ابن عمر قال : قال رشول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صار أهل اللجنة إلى الجنة وأهل النار إلى البار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا تموت يا أهل النار لا تموت فيزداد أهل الكة فركا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حُيرا إلى لحزنهم. رواه البخاري

জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্য স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবৃহ্ করে দেয়া হবে, অতঃপর একজন ষণাকারী ঘোষণা দেবে যে, হে জান্নাতীরা! আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা!

আর মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের বাড়বে আনন্দের উপর আনন্দ। আর জাহান্নামীদের বাড়বে দুঃখের উপর দুঃখ।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجاء بالموت يوم

- زاد أبو كريب - فيوقف بين الجنة والنار - القيامة كأنه كبش أمل واتفقا في باقي الحديث - فقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون تعم هذا الموت - قال - ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيشربون وينظرون ويقولون تعم هذا الموت - قال - فيؤمر به

و

و لا تموت ويا أهل النار يذبح - قال - ثم يقال يا أهل الجنة

| جن/ن

فلا موت ». قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأنذرهم يوم الحرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) وأشار بيده إلى الدنيا. رواه مسلم

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর) মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে আনায়ন করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে খাড়া করে দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, একে চিন কি? উত্তরে তারা বলবেঃ হাঁ, এটা মৃত্যু। তারপর জাহান্নামীদেরকেও এই একই প্রশ্ন করা হবে। তারাও ঐ একই উত্তর দিবে। তারপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৃত্যুকে যবেহ করে দেয়া হবে। এরপর ঘোষণা করা হবেঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, মৃত্যু আর হবে

। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্যেও চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেল, মরণ আর হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়াতটি পাঠ করলেনঃ (এবং তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ এখন তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।) এবং তিনি হাত দ্বারা দুনিয়ার দিকে ইশারা করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে,

মৃত্যুকে যবেহ করার পর যখন চিরস্থায়ী বসবাসের ঘোষণা দেয়া হবে তখন জান্নাতীরা এততো বেশী খুশী হবে যে, আল্লাহ না বাঁচালে খুশীর আধিক্য হেতু তারা মরেই যেত। আর জাহান্নামবাসীরা ভীষণ দুঃখিত হবে।

কাফির জ্বিনরাও জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা মানব জাতির মধ্যে যারা কুফরী করে তারা।

যেমন- জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে, জ্বিন জাতির মধ্যে যারা কুফরী করে তারাও তেমনি জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। কারণ জ্বিন জাতিও মানব জাতির ন্যায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

"আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে' সুরা যারিয়াতঃ ৫৬)। কিয়ামতের দিন মানুষ এবং জ্বিন জাতির হাশর হবে এক সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثر ثم من الإنس

'আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, "হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে' (সূরা আনআমঃ ১২৮)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

تم تنتزع قوربك لتحشرهم والشياطين تم تحضرهم حول جهنم جثيا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا * مم تتح أعلم بالذين هم أولى

بها صلا

'অতএব, তোমার রবের শপথ, আমি অবশ্যই তাদেরকে ও শয়তানদেরকে সমবেত করব, অতঃপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় তাদেরকে হাযির করব। তারপর প্রত্যেক দল থেকে পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অবাধ্যকে আমি টেনে বের করবই। উপরন্তু আমি সর্বাধিক ভাল জানি তাদের সম্পর্কে, যারা জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবার অধিকতর যোগ্য {সূরা মারিয়াম: ৬৮-৭০]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

من الجن والإنس في النار

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبل

‘তিনি বলবেন, আগুনে প্রবেশ কর জিন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে' (সূরা আ'রাফ: ৩৮)।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

وتمت كلمة ربك من هم من الجنة والناس أجمعين

‘এবং তোমার রবের কথা চূড়ান্ত হয়েছে যে, “নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম ভরে দেব জিন ও মানুষ দ্বারা একত্রে’ (সূরা হুদ: ১১৯]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس

‘আর তাদের উপরে আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল, তাদের পূর্বে গত হওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়’ (সূরা ফুছছিলাত: ২৫)।

জাহান্নামের অস্থায়ী বাসিন্দা মানুষ এবং জ্বিন জাতীর মধ্যে বিপুল পরিমাণ মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারা তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হলেন, তাওহীদপন্থীগণ যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করেন না। কিন্তু তাদের নেকীর চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফাআতের মাধ্যমে ও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাত লাভ করবেন। কিন্তু তাদেরকে জাহান্নামী নাম করণ করে এই নামেই ডাকা হবে।

হাদীছে এসেছে,

عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ليكن قوم من أمتي من النار بشفاعتي ي ون هيون. رواه الترمذي

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার উম্মাতের একটি সম্প্রদায় আমার শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে বের হবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে নাম করণ করা হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে জাহান্নামী বলে ডাকা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকেই জান্নাত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জাহান্নামের কঠিন আযাব বিষয়ে স্পষ্ট হয় যে, জাহান্নামে প্রবেশের মূল কারণ হল, আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করা।

অতএব, জাহান্নাম হতে মুক্তিলাভের প্রধান উপায় হল, ঈমানের ছয়টি আরকানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সকর্ম করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وبتنا وقنا عذاب النار

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا

যারা বলে, হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন (সূরা আলে-ইমরান: ১৬)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار * ربنا إنك من تدخل الار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار * ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربنا و آتنا ما وعدنا على سلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا خلف الميعاد

হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান । সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

যে সব আমলের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তিলাভ করবে তার মধ্যে

যেমন: ১- আল্লাহ্র প্রকৃত প্রেমিক: যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করেন এবং প্রতিটি নিষেধ নিঃশর্তে বর্জন করেন এবং তার সাথে শিরক করেন না।

হাদীছে এসেছে,

عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يلقي الله حبيبه في الار)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেমিককে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন না।

২- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত প্রেমিক : যারা দুনিয়ার সব কিছু হতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসেন। সার্বিক জীবন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে পরিচালিত করেন। প্রতিটি ইবাদাত তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী পালন করেন।

ভাল কাজের দোহায় দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে উপেক্ষা করেন না এবং তার উপর মিথ্যারোপ করেন না।

হাদীছে এসেছে,

عن علي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تكذبوا علي ، فإنه من كذب علي فليلج النار. رواه البخاري.

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে যাবে।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أنس قال إنه ليعني أن أحدكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعتمد على كذا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ কথাটি তোমাদের নিকট বহু হাদীছ বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, নাবী (ছাঃ) বলেছেন, যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

৩- আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

“আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু’টি জান্নাত” (সূরা আর-রাহমান: ৪৬)।

হাদীছে এসেছে,

কল

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يلج الا بگى من خشية الله حتى يعود البث في الضع » . رواه الترمذي

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন- দুধ ওলানে প্রবেশ করা অসম্ভব।

৪- ইসলামের আরকান সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন : যেমন- নিয়মিত ছালাত আদায় করা।

হাদীছে এসেছে,

عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر . رواه الترمذي والنسائي

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তাহল ছালাত। সুতরাং যে ছালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن جابر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . رواه مسلم

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, বান্দার ও কুফরীর মধ্যে (মিলন-সেতু) হল ছালাত ত্যাগ। তবে এই কাফিরগণ কালেমায়ে শাহাদাত'কে অস্বীকারকারী কাফিরগণের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং কালেমার বরকতে ও নবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা এক সময় জান্নাতে ফিরে আসবে। অতএব, জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম হল নিয়মিত ছালাত আদায় করা। রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা।

হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصيام لجنة) رواه البخاري

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অর্থাৎ ছিয়াম জাহান্নামের আগুন প্রতিহত করার ঢাল।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة من عذاب الله ، كجنة أحدكم من القتال.

উছমান ইবনু আবিল আছ রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ছওম আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণের ঢাল, তোমাদের মধ্যে কারো যুদ্ধে ব্যাবহৃত ঢালের ন্যায়।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن أبي سعيد ، رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه ، عن النار سبعين خريفا. رواه البخاري

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন। অতএব, ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়।

৫- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা : হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجتمع كافر و قاتله في النار أبدا) رواه مسلم

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কাফির এবং তাদেরকে হত্যাকারী (মুসলিম) কখনই এক সঙ্গে জাহান্নামে অবস্থান করবে না।

হাদীছে আরও বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما اغبت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري

আব্দুর রহমান ইবনু জাবর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে যে বান্দার দুপা ধূলায় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমন হয় না।৮

উপসংহার আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট হায়াত দান করেছেন। আর এই নির্দিষ্ট হায়াতের মধ্যে বিভিন্নভাবে মানুষকে পরীক্ষা করে তাঁর আনুগত্যশীল ও নাফরমান বান্দার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বান্দাকে পুরস্কৃত করার জন্য জান্নাত এবং পরাজিত বান্দাকে লাঞ্চিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। অতএব, মানুষকে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং তার কৃতকর্মের প্রতিদান ভা েগ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

زح عن

كل نفس ذائقة الموت وما توفون أجوركم يوم القيامة فمن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع التمور

প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধকার সামগ্রী। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫]

অতএব, দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা যার মূল্য আল্লাহর নিকট কিছুই নেই।

হাদীছে এসেছে,

عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه و سلميقول:« والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع » . رواه مسلم

মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহর সপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, তোমাদের মধ্যে কেউ তার শাহাদাত আঙ্গুলী বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল, অতঃপর তা উঠিয়ে দেখল তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি লেগে আছে। অর্থাৎ, বিশাল সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন- আঙ্গুলে লেগে থাকা পানির কোনই মুল্য নাই, তেমনি পরকালিন জীবনের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের কোনই মুল্য নাই। অতএব, স্মরণ রাখতে হবে যে, সকলকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পরকালে তার কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নাম প্রদান করা হবে। সেখানে মানুষ চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে কখনই মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং পরকালীন জীবনই স্থায়ী জীবন, সেই জীবনে সুখ লাভের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই সংশোধন হতে হবে। যাবতীয় পাপ কাজ ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি হতে মুক্তি দিন। আমীন!

বুখারী, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ’ অধ্যায়, হা/৬৫৫৭, বাংলা . মুসলিম, হা/৭৩৪৯,

মিশকাত, ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসিদের বর্ণনা' অধ্যায়, হা/৫৪২৭, অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৬/৬৫

বুখারী, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ অধ্যায়, হা/৬৫৬২, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৬/৬৭। ৩৬. মুসলিম, জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি’ অধ্যায়, হা/৫৩৯, মিশকাত, জাহান্নাম ও তার অধিবাসিদের বর্ণনা অধ্যায়, হা/৫৪২৩, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ১০/১৬১। ৩৭. বুখারী, আবু তালেবের কিচ্ছা' অধ্যায়, হা/৩৮৮৫, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৩/৬২৮।

তিরমিযী, ‘জাহান্নামের বিবরণ' অধ্যায়, হা/২৫২০, মিশকাত, ‘জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা’ অধ্যায়, হা/৫৪৩৫, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ১০/১৬৪।

ইবনে মাজাহ, হা/৪৩২৪, নাছিরুদ্দী আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ, হা/১৬৭৯, ৪/২৪৫।

তিরমিযী, হা/২৮৫৩, মিশকাত, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়, হা/১৬৩, বাংলা

অনুবাদ, এমদাদিয়া ১/১২৬।